[illegible]

[illegible] (USDA) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (Urisol) [illegible]

[illegible]

[illegible] Oxidative stress and Apoptosis [illegible]

[illegible] Dietary Fiber [illegible]

সমস্যা যেমন- ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য রোধে সহায়তা করে।
৪. এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা চোখের স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখতে সহায়তা করে।
৫. এতে খুব ভালো পরিমাণে ভিটামিন- সি রয়েছে যা ত্বক ও চুলের যত্নে সহায়ক।
৬. এতে রয়েছে পলিফেনল যা ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়তা করে।
৭. কোলেস্টেরল লেভেল কমায়।

অনেকেরই ধারণা আমে যেহেতু সুগারের পরিমাণ বেশি, তাই ডায়াবেটিস রোগীরা হয়তো আম খেতে পারবেন না। কিন্তু এ ধারণাটি ভুল। আমরা জানি, আমের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স হচ্ছে ৪১-৬০ এবং যার গড় ৫১। আমরা জানি গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ৫৫ এর নিচে হলে তা Low GI food. তাই ডায়াবেটিকসে আক্রান্তদের আম খেতে কোন বাধা নেই।

লেখক: পুষ্টিবিদ

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

কুষ্টিয়ায় ৮শ ছাড়িয়েছে করোনা আক্রান্তঃ ১৯ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় চারজন রোগী মারা গেছেন। এর মধ্যে তিনজন নারী ও একজন পুরুষ।

এদিকে গতকাল মঙ্গলবার জেলায় কোভিড রোগী ৮০০ ছাড়িয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবে কুষ্টিয়ার ১০১টি নমুনা পরীক্ষা করে নতুন ২৭ জনকে করোনা পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় কোভিড রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল ৮১৫।

এদিকে আজ বুধবার সকাল ১০টা থেকে কুষ্টিয়া ও ভেড়ামারা পৌরসভায় ১৪ দিনের লকডাউন শেষে সব ধরনের দোকানপাট ও শপিং মল খুলে দেওয়া হয়েছে।

জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সভা শেষে গতকাল রাতে জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন এ সিদ্ধান্ত দেন।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জুবায়ের হোসেন চৌধুরী রাতেই এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, মারা যাওয়া চারজনই কুষ্টিয়া পৌরসভার ত্রিমোহনী, কমলাপুর, স্টেডিয়ামপাড়া ও কালীশংকরপুরের বাসিন্দা। তাঁরা প্রত্যেকেই বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। এ পর্যন্ত জেলায় ১৯ জন কোভিডে মারা গেলেন। আক্রান্ত অনুপাতে মৃত্যু হার ২ দশমিক ৩৩।

নতুন আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কুষ্টিয়া পৌর এলাকায় ১৮ জন, কুমারখালী উপজেলায় ৬ জন, মিরপুরে ১ জন ও খোকসা উপজেলার দুজন। সব মিলিয়ে এযাবৎ জেলায় ৮১৬ জন কোভিড রোগী শনাক্ত হলেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে ছাড় পেয়েছেন ৩৮৩ জন। বাড়িতে আইসোলেশনে (বিচ্ছিন্ন থেকে) চিকিৎসাধীন ৩৭৮ জন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৪০ জন। মারা গেছেন ১৭ জন।

গত সোমবার রাতে কুমারখালী কুণ্ডুপাড়ার এক বাসিন্দা ৭২ বছর বয়স্ক একজন পুরুষ রোগী মৃত্যুবরণ করেন। গতকাল দুপুরে শহরের চৌড়হাস এলাকায় এক নারী ও রাত সাড়ে আটটায় ত্রিমোহনী এলাকায় এক নারী মারা যান।

জুলাই মাসের গত সাত দিনে জেলায় ১৯৪ জন কোভিড রোগী শনাক্ত হয়েছেন। আর মারা গেছেন ছয়জন। দুটি পৌরসভায় কঠোর লকডাউন ঘোষণা করা হলেও ভেড়ামারায় তা অনেকটা কার্যকর হয়েছে।

সেখানে ১৪ দিনে রোগীর সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কমেছে। তবে কুষ্টিয়া পৌরসভায় আক্রান্ত ও মৃত্যু দুটিই বেড়েছে। এরই মধ্যে আজ সকাল থেকে লকডাউন প্রত্যাহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার উদ্যোগে ছাদবাগানে বৃক্ষরোপন

রোটারিয়ান স্মৃতি সুরেকা পরিবেশ রক্ষায় বাড়ির ছাদে সবুজ বাগান তৈরি করেছেন। তিনি কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রোটারীয়ান অজয় সুরেকার সহধর্মীনি। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেই তিনি তার ছাদে ড্রাম ও টবে গাছ লাগিয়েছেন।

মঙ্গলবার তার ছাদবাগানে গিয়ে আরও কিছু গাছ লাগিয়ে বৃক্ষরোপন কর্মসুচির শুভ সূচনা করা হয়।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার উদ্যোগে প্রতিদিনের মতো এ বৃক্ষরোপনের কর্মসূচী পালন করা হয়।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার প্রেসিডেন্ট রোটারীয়ান কাজী শামসুন নাহার আলো এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন।

রোটারিয়ান স্মৃতি সুরেকা বলেন, গাছের পরিচর্যার ব্যাপারে তিনি বলেন, বাগানের প্রত্যেকটা গাছকে তিনি নিজের সন্তানের মতোই যত্ন করেন। কোন ধরনের রাসায়নিক সার প্রয়োগ না করে জৈব সার ব্যবহার করেন।

পরিবেশ রক্ষায় বাড়ির ছাদে সবুজ বাগান তৈরি করেছেন কেন এমন প্রশ্নের জবাবে রোটারিয়ান স্মৃতি সুরেকা বলেন, বিষমুক্ত টাটকা ফল-মূল, শাক-সবজির স্বাদ আস্বাদনের জন্য ছাদে বাগানের কোন বিকল্প নেই। শহরের পরিবেশ রক্ষায় এ ধরণের ছাদ ও ব্যালকনি বাগানের ভূমিকা অপরিসীম।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার সেক্রেটারী রুয়াইম রাব্বী জানান, রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়া ৭ম দিনের মতো আহার প্রতিদিন এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছে। এ ধারাবাহিকতা মঙ্গলবার শহরের বিভিন্ন এলাকায় খাদ্য উপহার প্রদান করা হয়।প্রতিদিনের খাবার বিতরণের পাশাপাশি আজকের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রোটারিয়ান স্মৃতি সুরেকার বাড়ির ছাদে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে কর্মসুচির শুভ সূচনা করা হয়।

মেহেরপুরে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরের গাংনীতে জাহিদুল ইসলাম (২৮) নামের এক ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

মঙ্গলবার রাত আটটায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার রিয়াজুল আলম। করোনা আক্রান্ত জাহিদুল ইসলাম কাজিপুরের বাসিন্দা।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মোঃ: রিয়াজুল আলম জানান, আক্রান্তের বাড়ি প্রশাসনের পক্ষ থেকে লকডাউন করা হবে। এছাড়া স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে আক্রান্ত ব্যক্তির সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর রাখা হচ্ছে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন জানান, কুষ্টিয়া পিসিআর থেকে ১৪ জনের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া গেছে এর মধ্যে একজন করোনা পজেটিভ। তিনি সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট ৯৫ জন আক্রান্ত হলেন। এর মধ্যে সুস্থ্য ৩৪ জন, মৃত ৫ জন, রেফার্ড ৯ জন, চিকিৎসাধিন ৪৫ জন।

গাংনীতে বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ করোনা উপসর্গ নিয়ে দু’জনের

মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে জোবাইদা খাতুন ও বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম নামের দু ব্যাক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল দশ টার সময় গাংনী পশু হাসপাতাল পাড়ার আব্দুল গনির স্ত্রী জোবাইদা খাতুন (৭২) নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয় ।

অপরদিকে ঢাকা করমিটোলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাওট গ্রামের মৃত মকছেদ আলীর ছেলে বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালামের মৃত্যু হয়। উভয়ের বয়স ৭০ থেকে ৭২ বছরের মধ্যে।

সুত্র জানায় , গাংনী বাজারের পশু হাসপাতাল পাড়ার বাচ্চুর স্ত্রী ও গাংনী উপজেলা কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য সহকারি ফারহানা ইয়াসমিন মেয়ে নুসরাত জাহান , জোবাইদা খাতুনের বড় ছেলে আক্তারুজ্জামান চঞ্চল করোনা আক্রান্ত হয়। কয়েকদিন আগে বৃদ্ধা জোবাইদার নমুনা সংগ্রহের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা তার বাড়িতে গেলে নমুনা দিতে রাজি হয়নি জোবাইদার পরিবার। এক পর্যায়ে ব্যার্থ হয়ে ফিরে আসে স্বাস্থ্যকর্মীরা। সর্দি ,কাশি ও হালকা জ্বর নিয়ে তার মৃত্যু হয়।

একই পরিবারে তিনজন করোনা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় দুশ্চিতার কারনে বৃদ্ধা জোবাইদার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন জোবাইদার পরিবার। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এম রিয়াজুল আলম জানান , স্বাস্থ্য সহকারি ফারহানাসহ তার পরিবারের কয়েকজন করোনা পজেটিভ হয়েছে। তবে তাদের অবস্থা ভাল। মৃত ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে রিপোর্ট আসলে মুত্যুর প্রকৃত কারণ বোঝা যাবে।

অন্যদিকে বাওট গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম শ্বাসকস্ট ও ঠান্ডাজ্বরে ভুগছিলেন। কয়েকদিন আগে ঢাকার করমি টোলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মুত্যু হয়। আব্দুস সালাম দির্ঘদিন ধরে ঢাকায় আইন পেশার সাথে জড়িত। বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালামের লাশ তার নিজ গ্রাম বাওটে রাস্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হবে বলে জানান গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ।

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে জোবাইদা খাতুন (৭২) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় তার নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয়। সে গাংনী পশু হাসপাতাল পাড়ার মৃত আব্দুল গনীর স্ত্রী।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম জানান, গত কয়েকদিন আগে জোবাইদা খাতুনের নমুনা সংগ্রহ করতে গেলে নমুনা সংগ্রহ করতে দেয়া হয়নি। যেহেতু করোনা উপসর্গ নিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে সেক্ষেত্রে তার নমুনা সংগ্রহ করা হবে।

এছাড়া করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত জোবাইদার ছেলে আক্তারুজ্জামান চঞ্চল,বড় ছেলে বাচ্চুর স্ত্রী স্বাস্থ্য কর্মী ফারহানা ও মেয়ে নুসরাত জাহান সম্প্রতি করোনা আক্রান্ত হয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে তাদের কাছ থেকে জোবাইদা খাতুন করোনা সংক্রমিত হতে পারে। তবে নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়ার পর করোনা আক্রান্তে মৃত্যু হয়েছে কি না তা নিশ্চিত হওয়া যাবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ জানান,যেহেতু করোনা উপসর্গ নিয়ে জোবাইদা খাতুনের মৃত্যু হয়েছে, সেহেতু তাকে ইসলামী ফাউন্ডেশনের কর্মীরা সরকারি ও ইসলামী বিধি অনুযায়ী দাফন করবে।

মেহেরপুরে আরো ২ জন করোনা আক্রান্ত, তারা চাচা-ভাতিজি

মেহেরপুরে আরো ২ জন নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তারা দুজনই গাংনী উপজেলার। আক্রান্তরা হলেন- গাংনী পশু হাসপাতাল পাড়ার

আক্তারুজ্জামান (৪১) ও নুসরাত জাহান (১৭)।

সোমবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম। আক্রান্তরা হলেন,গাংনী পৌর শহরের পশুহাসপাতাল পাড়ার আব্দুল গনীর ছেলে আক্তারুজ্জামান চঞ্চল (৪২) ও তার বড় ভাই বাচ্চুর মেয়ে নুসরাত জাহান (১৭)।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম জানান, গত কয়েকদিন আগে স্বাস্থ্য কর্মী ফারহানা করোনা আক্রান্ত হয়। সেখান থেকে তার মেয়ে নুসরাত জাহান ও তার চাচা আক্তারুজ্জামান চঞ্চল আক্রান্ত হতে পারে বলে ধারনা করা হচ্ছে। আক্তারুজ্জামান চঞ্চলের স্ত্রী জানান, আক্তারুজ্জামান চঞ্চল অসুস্থ হওয়ার কারনে ডাক্তারদের পরামর্শে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, এ পর্যন্ত ২১৭৭টি নমুনা পাঠানো হয়েছে। ফলাফল এসেছে ১৯৭০ টি। এর মোট আক্রান্ত ৯৪ জন। এদের মধ্যে সদরে ৫০, গাংনীতে ৩৬ এবং মুজিবনগরে ৮জন। এ পর্যন্ত ৩৪ জন সুস্থ হয়েছেন। ৯জনকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। বর্তমানে মেহেরপুরে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪৬ জন।

ডাক্তার দম্পত্তি করোনা আক্রান্ত, আলমডাঙ্গার শেফা ক্লিনিক লকডাউন

ডাক্তার গোলাম জাকারিয়া তপন স্বস্ত্রীক করোনাভাইরাস পজিটিভ হওয়ায় তার মালিকানাধীন আলমডাঙ্গা শেফা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার লকডাউন করা হয়েছে।
সোমবার (৬ জুলাই) দুপুরে উপজেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ ক্লিনিকটি লকডাউন করে দেয়। এতে প্রায় দশ দিন ধরে চলা আলোচনা- সমালোচনার অবসান হয়।

জানা গেছে, এর আগে থেকেই ডাক্তার গোলাম জাকারিয়া তপনের স্ত্রী মরিয়ম নেছা করোনার উপসর্গ নিয়ে বেশ কিছুদিন যাবৎ শেফা ক্লিনিকের বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে বারেবার ক্লিনিকটির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা দিতে তাগিদ দেওয়া হলেও ডাক্তার তপন দিতে অপারগতা প্রকাশ করে আসছিলেন। পরে ওই ডাক্তার পরিবারের নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানো হয়। এতে ডাক্তার তপন স্বস্ত্রীক করোনা পজিটিভ আসে। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ জানান, ডাক্তার গোলাম জাকারিয়া তপন ও তার স্ত্রীর করোনা রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে।
তিনি জানান, আগে থেকেই ডাক্তার তপনের পরিবারকে নমুনা দিতে একাধিকবার চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত তিনি সহযোগীতা করেননি। পরে তাদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তাদের মধ্যে ডাক্তার দম্পত্তির করোনা রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে। তারা তাদের মালিকানাধীন শেফা ক্লিনিকের ওপরে বসবাস করছিলেন। এ জন্য ক্লিনিকসহ বাড়িটি লকডাউন করা হয়েছে।
গিয়ে দেখা গেছে, রোগী-আত্মীয়স্বজনে সব সময় জমজমাট থাকা ক্লিনিকের ভেতরে ও বাহিরে সুনসান নিরবতা। করোনার খবর শুনে অবশিষ্ট রোগীরাও ক্লিনিক ছেড়ে পালিয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ট্রাক্টরের ধাক্কায় প্রতিবন্ধী যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহেরে কোটচাঁদপুরে ইট ভাটার একটি ট্রাক্টরের ধাক্কায় রোহান (১৮) নামে এক প্রতিবন্ধী যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (৬জুলাই) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার সাফদারপুর মকসেদ মোড়ে এই দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত রোহান সাফদারপুর ইউনিয়নের লক্ষিকুন্ড গ্রামের (খাঁন পাড়ার) ফসিয়ারের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, সোমবার সকালে প্রতিবন্ধী রোহান বাড়ি থেকে

পায়ে হেটে সাফদারপুর বাজারে আসছিলেন। এসময় বিপরীত দিক থেকে আসা (মকসেদ মোড়ের) রিপন ব্রীক্সসের একটি ট্রাক্টর বেপরোয়া গতিতে ঘটনাস্থলে পৌছে প্রতিবন্ধী ওই যুবককে সজোরে ধাক্কা দেয়। দূর্ঘটনায় ট্রাক্টরের চাকায় প্রতিবন্ধী যুবকের শরীর পিষ্ট হয়ে যায়।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠালে পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়।

এব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম জানান, নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

বিএসএমএমইউতে ৩৭০ শয্যার করোনা সেন্টার চালু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ৩৭০ শয্যার অত্যাধুনিক পূর্ণাঙ্গ করোনা সেন্টার চালু করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে যারা কিডনি, হার্টসহ বিভিন্ন জটিল রোগে ভোগার পাশাপাশি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, তারা এখানে পাবেন উন্নতমানের চিকিত্সা সেবা। বিএসএমএমইউয়ের প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. রফিকুল আলমের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও রেসপিরেটরি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সমন্বয়ে গঠিত টিম সেবা প্রদানে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকবে এই করোনা সেন্টারে।

৩৭০ শয্যার মধ্যে ‘কেবিন ব্লকে’ শয্যার সংখ্যা ২৫০টি এবং ‘বেতার ভবনে’ শয্যার সংখ্যা ১২০টি। ‘কেবিন ব্লকে’ এর মধ্যে ইমার্জেন্সি রোগীদের জন্য রয়েছে ২৪টি শয্যা এবং আইসিইউ শয্যাসংখ্যা হলো ১৬টি। করোনা স্বাস্থ্যসেবায় কেবিন ব্লকে ‘সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্ল্যান্ট’ স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া রোগীদের সেবা নিশ্চিত করার জন্য হাইফ্লো নেজাল ক্যানুলা,

নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেটর, যেমন- সি-প্যাপ, অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি শয্যায় রয়েছে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপোর্টসহ অন্যান্য চিকিত্সা সুবিধা। মূলত গুরুতর অসুস্থ রোগীরাই এখানে ভর্তি হবেন। অন্যদিকে বেতার ভবনের ১২০ শয্যায় ভর্তি হবেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মডারেট রোগীরা। ৩৭০ শয্যার মধ্যে ১২০ আইসোলেশন বেড রয়েছে। বিএসএমএমইউয়ের করোনা সেন্টারে শনিবার থেকে রোগী ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্রতিদিন তিনটি শিফটে ৬০ চিকিত্সক, ১০০ জন নার্স এবং সংশ্লিষ্ট প্যারামেডিক্স, ওয়ার্ডবয়, এমএলএসএসসহ শতাধিক স্বাস্থ্যকর্মীসহ মোট ২৬০ জন জনবলের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী টিম রোগীদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। করোনা সেন্টারে এই চিকিত্সাসেবা প্রদান ও রোগী ভর্তি কার্যক্রম ২৪ ঘণ্টাই চালু থাকবে।

দেশে বর্তমানে চিকিত্সায় উচ্চশিক্ষা প্রদান করছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)। দেশের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে আইপিজিএমআরকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়। সেখান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে এমডি, এমএস, এমফিল ইত্যাদি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান শুরু হয়। তাই যেকোনো জটিল রোগীরা এখানে সুচিকিত্সা পাবেন।

এ কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চেয়েছিলেন বিএসএমএমইউয়ে করোনা সেন্টার চালু হোক। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ করোনা সেন্টার চালু করেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া জানান, বিএসএমএমইউয়ের করোনা সেন্টারে রোগীরা সুচিকিত্সা পাবেন। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে টিম গঠন করা হয়েছে। যাদের মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের প্রয়োজন হবে তাদের জন্য এই বোর্ড গঠন করা হবে। আর করোনা রোগীদের জন্য বাড়তি কোনো খরচ নির্ধারণ করা হয়নি। সাধারণ ও গরীব রোগীদের জন্য আগের নিয়ম বহাল থাকবে।

সূত্র- ইত্তেফাক